বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বারবার অবমাননা কাফিরগোষ্ঠী কর্তৃক মুসলিমদের উপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চাপিয়ে দেয়ার চক্রান্ত; বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী এই চক্রান্তের সহযোগী

হে মুসলিমগণ! রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান রক্ষায় এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবী তুলুন

- কাফির ফরাসি সরকারের প্রকাশ্য মদদে ফরাসি পত্রিকা চার্লি হেবদো আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অবমাননার মাধ্যমে আবারও ইসলামের পবিত্রতা লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা দেখালো। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাঁক্রন 'ইসলাম সংকটাপন্ন' এই মন্তব্য করে এবং পচনশীল 'ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ' রক্ষায় ইসলামকে মোকাবেলা করার ঘোষণা দেয়। পশ্চিমা কাফিরগোষ্ঠী ধারাবাহিকভাবে আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং পবিত্র কুর'আন-কে অবমাননা করছে, যাতে করে আমরা মুসলিমরা এটিকে সহ্য করে নিই এবং তাদের চাপিয়ে দেয়া কুফর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে গ্রহণ করি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।"** [সূরা বাকারাহ্ : ১২০]
- প্রতিবারই এরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনার পরে মুসলিম উম্মাহ্'র অন্তরে রক্তক্ষরণ হয়েছে; তারা ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে; পণ্য বর্জন থেকে শুরু করে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবী তুলেছে।
- অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী হয় চুপ থাকছে, না হয় উম্মাহ্'র আবেগের সাথে প্রতারণা করতে কিছু ফাঁকা বুলি দিচ্ছে; কারণ তারা পশ্চিমা কাফির রাষ্ট্রসমূহের দালাল এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পাহারাদার। হাসিনা সরকার কর্তৃক 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা'-এর নামে ফরাসি সরকারের এই ধৃষ্টতার বিষয়ে 'নিরপেক্ষ অবস্থান' প্রকৃতপক্ষে কুফর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টাকেই স্পষ্ট করেছে।
- **হে মুসলিমগণ!** ১৮৯০ সালে খলীফা আব্দুল হামিদ ফ্রান্স এবং বৃটেনকে শুধুমাত্র জিহাদ ঘোষণার হুমকি দিয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অবমাননা করে রচিত নাটক মঞ্চস্থ করা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী খিলাফত রাষ্ট্রের খলীফা এবং ইসলামের অভিভাবক।
- প্রতিবাদ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্র রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অবমাননা করা চিরতরে বন্ধ করতে সক্ষম। সুতরাং, আপনাদের প্রতিবাদের মধ্যে সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা অর্থাৎ খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জোর দাবী তুলুন।
- খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে আপনাদের পরিবারের সদস্য ও বন্ধু-পরিচিতদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসার তাদেরকে আহ্বান জানানো যেন তারা **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করে, **হিযবুত তাহ্‌রীর** নবুয়্যতের আদলে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান এবং ইসলামের পবিত্রতাকে রক্ষা করবে। সুতরাং, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে এই কর্তব্য পালনে আপনারা অগ্রগামী হোন।

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

"তোমাদের কেউ ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, তার পিতা, এবং সমগ্র মানবজাতির চেয়ে অধিক প্রিয় হই।" (বুখারী এবং মুসলিম)

১৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪২ হিজরী
৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্‌রীর
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ